বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা প্রদান

ওয়াশিংটন, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৭ - বাংলাদেশে পানি সম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহিত প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষে বিশ্বব্যাংক আজ ১০২.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা অনুমোদন করেছে। বিশ্বব্যাংক-র সহায়ক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-র ঋণের ক্ষেত্রে প্রথম দশ বছর রেয়াতী সুবিধা পাওয়া যায়। একাদশ বছর থেকে আইডিএ ঋণ পরিশোধ করা শুরু হয় এবং ৪০ বছরে মেয়াদ পূর্ন হয়। এই ঋণের সঞ্চালন খরচ মাত্র ০.৭৫ শতাংশ।

পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি প্রণয়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা আরো জোরদার করার মাধ্যমে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'-টি প্রণয়ন করেছে। এই প্রকল্পের আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি সংক্রান্ত দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে আনুমানিক ২০ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের ফলে প্রাক-বর্ষা ও বর্ষা মৌসুমে ফসলহানির পরিমান হ্রাস পাবে এবং পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারনের ফলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত এলাকা হওয়ার কারণে এখানে প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান খুব বেশী। প্রতিবছর এখানে ৩০ শতাংশেরও বেশী এলাকা পানিতে ডুবে যায়, ৬০ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বন্যা কবলিত হয়। সাধারণত উপকূলীয় এলাকা এবং নদীপারের জনগণ এসব প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বিশ্বব্যাংক'র কান্ট্রি ডিরেক্টর শিয়ান জু বলেন: "আমরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রলয়ংকরী বন্যা থেকেই বুঝতে পেরেছি এদেশে বন্যার প্রভাব হ্রাস করার জন্য পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্প বাংলাদেশের বর্তমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্পগুলোর পুনর্বাসন ও উন্নয়নে সহায়ক হবে - যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করবে"।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১০২টি বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে এবং ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অর্গনাইজেশন এর মাধ্যমে এসব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণের হাতে স্থানান্তর করতে সহায়তা করবে। এই প্রকল্প আরো ৯৮টি বিদ্যমান প্রকল্প, যেগুলোর বড় ধরণের কোন পুনর্বাসনের প্রয়োজন নাই এবং ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অর্গনাইজেশন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ এবং এই প্রকল্পের টিম লিডার মাসুদ আহমেদ বলেন "এই প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে সকল কার্যকর পানি প্রকল্পের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য শুরু থেকে পানির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা দরকার"।

#####